অষ্টম অধ্যায়

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

সৎসেবনীয়ো বত পূরুবংশো
যল্লোকপালো ভগবৎপ্রধানঃ ।
বভূবিথেহাজিতকীর্তিমালাং
পদে পদে নূতনয়স্যভীক্ষ্ণম্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—শ্রীমৈত্রেয় মুনি বললেন; **সৎ-সেবনীয়ঃ**—শুদ্ধ ভক্তের সেবার যোগ্য; **বত**—ও, নিশ্চয়ই; **পূরু-বংশঃ**—মহারাজ পূরুর বংশধর; **যৎ**—যেহেতু; **লোক-পালঃ**—রাজাগণ; **ভগবৎ-প্রধানঃ**—মুখ্যরূপে ভগবানের অনুরক্ত; **বভূবিথ**—আপনিও জন্মগ্রহণ করেছেন; **ইহ**—এই; **অজিত**—অপরাজেয় পরমেশ্বর ভগবান; **কীর্তি-মালাম্**—দিব্য কার্যকলাপসমূহ; **পদে পদে**—প্রতিপদে; **নূতনয়সি**—নব নবায়মান হয়; **অভীক্ষ্ণম্**—সর্বদা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—মহারাজ পূরুর রাজবংশ শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার যোগ্য, কেননা এই বংশের সন্তান-সন্ততিরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অনুরক্ত। আপনিও এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনার প্রয়াসের ফলে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ প্রতিক্ষণ নব নবায়মানভাবে আস্বাদনযোগ্য হচ্ছে।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, এবং তাঁর বংশের মহিমা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। পূরুবংশ ভগবদ্ভক্তে পরিপূর্ণ ছিল এবং তাই তা

অত্যন্ত যশস্বী ছিল। যেহেতু তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রতি আসক্ত না হয়ে সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আসক্ত ছিলেন, তাই তাঁরা ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সেবা করার অধিকারি ছিলেন। যেহেতু বিদুর ছিলেন সেই বংশের একজন সন্তান, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের নিত্য নতুন মহিমা প্রচারে যুক্ত ছিলেন। বিদুরের মতো যশস্বী ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করে মৈত্রেয় আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি বিদুরের সৎসঙ্গ পরম বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলেন, কেননা এই প্রকার সঙ্গের প্রভাবে ভগবদ্ভক্তির সুপ্ত প্রবৃত্তি অচিরেই জাগরিত হয়।

শ্লোক ২

সোঽহং নৃণাং ক্ষুল্লসুখায় দুঃখং
মহদ্‌গতানাং বিরমায় তস্য ।
প্রবর্তয়ে ভাগবতং পুরাণং
যদাহ সাক্ষাদ্ভগবানৃষিভ্যঃ ॥ ২ ॥

সঃ—সেই; **অহম্**—আমি; **নৃণাম্**—মানুষদের; **ক্ষুল্ল**—অতি ক্ষুদ্র; **সুখায়**—সুখের জন্য; **দুঃখম্**—কষ্ট; **মহৎ**—মহান; **গতানাম্**—প্রবেশ করে; **বিরমায়**—উপশমের জন্য; **তস্য**—তার; **প্রবর্তয়ে**—প্রথমে; **ভাগবতম্**—শ্রীমদ্ভাগবত; **পুরাণম্**—পুরাণ; **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছিলেন; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঋষিভ্যঃ**—ঋষিদের।

অনুবাদ

আমি এখন ভাগবত পুরাণ কীর্তন করব, যা অতি অল্প সুখের আশায় মহা দুঃখে পতিত জীবদের মঙ্গল সাধনের জন্য স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান মহান ঋষিদের শুনিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মহর্ষি মৈত্রেয় শ্রীমদ্ভাগবত শোনাবার প্রস্তাব করেছিলেন, কেননা তা মানবসমাজের সব রকম সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষভাবে সঙ্কলিত হয়েছিল, এবং গুরুপরম্পরা ধারায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মায়ার মোহময়ী প্রভাবে, অতি অল্প বিষয় সুখের জন্য জীব নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তারা সকাম কর্মের পরিণতি না জেনেই কর্মে লিপ্ত হয়। দেহাত্ম-বুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে জীবসমূহ নানা প্রকার অনিত্য বিষয়ের প্রতি আসক্ত হয়। তারা মনে করে যে, জড় বিষয়ে তারা চিরকাল প্রবৃত্ত থাকতে পারবে। জীবনের এই স্থূল ভ্রান্ত ধারণা এতই শক্তিশালী যে, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে জীব জন্ম-জন্মান্তরে নিরন্তর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে থাকে। কেউ যদি গ্রন্থ ভাগবত এবং ভাগবত তত্ত্ববেত্তা ভক্ত-ভাগবতের সান্নিধ্যে আসেন, তাহলে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেন। তাই এই জগতের দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে শ্রীমৈত্রেয় মুনি আদ্যোপান্ত শ্রীমদ্ভাগবত কীর্তন করার প্রস্তাব করেছিলেন।

শ্লোক ৩

আসীনমুর্ব্যাং ভগবন্তমাদ্যং
সঙ্কর্ষণং দেবমকুণ্ঠসত্ত্বম্ ।
বিবিৎসবস্তত্ত্বমতঃ পরস্য
কুমারমুখ্যা মুনয়োঽন্বপৃচ্ছন্ ॥ ৩ ॥

আসীনম্—উপবিষ্ট; **উর্ব্যাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নে; **ভগবন্তম্**—ভগবানকে; **আদ্যম্**—আদি; **সঙ্কর্ষণম্**—সঙ্কর্ষণ; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অকুণ্ঠ-সত্ত্বম্**—অপ্রতিহত জ্ঞান; **বিবিৎসবঃ**—জানতে ইচ্ছুক হয়ে; **তত্ত্বম্ অতঃ**—এই প্রকার তত্ত্ব; **পরস্য**—পরম পুরুষ ভগবান সম্বন্ধীয়; **কুমার**—চতুঃসন; **মুখ্যাঃ**—প্রমুখ; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিদের; **অন্বপৃচ্ছন্**—এইভাবে প্রশ্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

কিছুকাল পূর্বে, ঐকান্তিকভাবে জানতে ইচ্ছুক হয়ে, চতুঃসনশ্রেষ্ঠ সনৎকুমার অন্যান্য মহর্ষিগণসহ ঠিক আপনারই মতো ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নভাগে আসীন সঙ্কর্ষণের কাছে বাসুদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান স্বয়ং যে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিয়েছিলেন তা এখানে প্রমাণিত হয়েছে। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কখন ও কাকে তিনি ভাগবত শুনিয়েছিলেন। বিদুর যেভাবে

প্রশ্ন করেছিলেন তেমনই প্রশ্ন সনৎকুমার প্রমুখ ঋষিরাও করেছিলেন, এবং পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের অংশ ভগবান সঙ্কর্ষণ সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪

স্বমেব ধিষ্ণ্যং বহু মানয়ন্তং
যদ্বাসুদেবাভিধমামনন্তি ।
প্রত্যগ্ধৃতাক্ষাম্বুজকোশমীষ-
দুন্মীলয়ন্তং বিবুধোদয়ায় ॥ ৪ ॥

স্বম্—স্বয়ং; **এব**—এইভাবে; **ধিষ্ণ্যম্**—অবস্থিত হয়ে; **বহু**—প্রচুর; **মানয়ন্তম্**—সম্মানিত; **যৎ**—যা; **বাসুদেব**—ভগবান বাসুদেব; **অভিধম্**—নামক; **আমনন্তি**—স্বীকৃতি দেয়; **প্রত্যক্-ধৃত-অক্ষ**—অন্তর্মুখী নয়ন; **অম্বুজ-কোশম্**—কমলসদৃশ নয়ন; **ঈষৎ**—অল্প; **উন্মীলয়ন্তম্**—উন্মীলিত করে; **বিবুধ**—মহাজ্ঞানী ঋষিদের; **উদয়ায়**—উন্নতি সাধনের জন্য।

অনুবাদ

সেই সময় ভগবান সঙ্কর্ষণ তাঁর পরমারাধ্য ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, যাঁকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাসুদেবরূপে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন। কিন্তু সেই মহান ঋষিদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তিনি নয়ন-কমল ঈষৎ উন্মীলিত করে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৫

স্বর্ধুন্যুদার্দ্রৈঃ স্বজটাকলাপৈ-
রুপস্পৃশন্তশ্চরণোপধানম্ ।
পদ্মং যদর্চন্ত্যহিরাজকন্যাঃ
সপ্রেমনানাবলিভির্বরার্থাঃ ॥ ৫ ॥

স্বধুনী-উদ—গঙ্গাজলের দ্বারা; **আর্দ্রৈঃ**—সিক্ত হয়ে; **স্ব-জটা**—তাঁদের জটাসমূহ; **কলাপৈঃ**—মস্তকোপরিস্থিত; **উপস্পৃশন্তঃ**—এইভাবে স্পর্শ করে; **চরণ-উপধানম্**—তাঁর চরণের আশ্রয়; **পদ্মম্**—পদ্ম; **যৎ**—যা; **অর্চন্তি**—পূজা করে; **অহি-রাজ**—নাগরাজ; **কন্যাঃ**—দুহিতাগণ; **স-প্রেম**—পরম ভক্তি সহকারে; **নানা**—বিবিধ; **বলিভিঃ**—উপকরণ; **বর-অর্থাঃ**—পতি লাভ করার কামনায়।

অনুবাদ

ঋষিগণ গঙ্গার জলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোকে এসেছিলেন, এবং তাই তাঁদের জটা সিক্ত ছিল। তাঁরা ভগবানের চরণকমল স্পর্শ করেছিলেন, যা নাগরাজের কন্যারা পতি লাভের কামনায় প্রেমভরে নানাবিধ উপহার সহকারে পূজা করেন।

তাৎপর্য

গঙ্গা বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে নিঃসৃত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক থেকে সর্বনিম্ন লোকে প্রবাহিতা। গঙ্গার জলধারার মাধ্যমে ঋষিরা সত্যলোক থেকে নিম্নতর লোকে আসেন। এই প্রকার গতাগতি যোগশক্তির প্রভাবে সম্ভব হয়। যে নদী হাজার হাজার মাইল ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, সেই নদীতে কেবলমাত্র ডুব দেওয়ার মাধ্যমে সিদ্ধযোগী তৎক্ষণাৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারেন। গঙ্গা হচ্ছে একমাত্র দিব্য নদী যা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র প্রবাহিতা, এবং মহান ঋষিরা সেই পবিত্র নদীর মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁদের জটা আর্দ্র ছিল, যা ইঙ্গিত করছে যে, বিষ্ণুর পাদপদ্ম-সম্ভূতা গঙ্গার জলে তা সরাসরিভাবে সিক্ত হয়েছিল। কেউ যখন গঙ্গার জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই সরাসরিভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেন, এবং সব রকম পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারেন। কেউ যখন গঙ্গার জলে স্নান করে অথবা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় পাপকর্ম না করার প্রতি সচেতন হয়, তখন সে অবশ্যই মুক্ত। কিন্তু তিনি যদি পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত হন, তাহলে তাঁর গঙ্গাস্নান হস্তীস্নানের মতো, যে নদীতে খুব সুন্দরভাবে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে জল থেকে উঠে এসে আবার তার সারা দেহ ধুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত করে সব নষ্ট করে।

শ্লোক ৬

মুহুর্গৃণন্তো বচসানুরাগ-
স্খলৎপদেনাস্য কৃতানি তজ্ঞাঃ ।
কিরীটসাহস্রমণিপ্রবেক-
প্রদ্যোতিতোদ্দামফণাসহস্রম্ ॥ ৬ ॥

মুহুঃ—বার বার; **গৃণন্তঃ**—গুণগান করে; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **অনুরাগ**—গভীর প্রীতি সহকারে; **স্খলৎ-পদেন**—সমন্বয়পূর্ণ তালসহ; **অস্য**—ভগবানের;

কৃতানি—কার্যকলাপ; **তৎ-জ্ঞাঃ**—যাঁরা তাঁর লীলাসমূহ জানেন; **কিরীট**—মুকুট; **সাহস্র**—হাজার হাজার; **মণি-প্রবেক**—মূল্যবান রত্নের জ্যোতি; **প্রদ্যোতিত**—বিচ্ছুরিত; **উদ্দাম**—উন্নত; **ফণা**—ফণাসমূহ; **সহস্রম্**—হাজার হাজার।

অনুবাদ

সনৎকুমার প্রমুখ কুমারগণ, যাঁরা সকলেই ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাঁরা গভীর অনুরাগ এবং প্রেমপূর্ণ শব্দাবলীর দ্বারা সুন্দর ছন্দে ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন। সেই সময় ভগবান সঙ্কর্ষণের সহস্র উন্নত ফণায় স্থিত কিরীটের উজ্জ্বল মণির কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানকে কখনও কখনও *উত্তমশ্লোক* বলে সম্বোধন করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে 'যিনি ভক্তগণ কর্তৃক সুন্দর শব্দের দ্বারা পূজিত হন।' এই প্রকার বিশেষভাবে মনোনীত শব্দাবলী উচ্ছ্বসিতভাবে ভক্তের হৃদয় থেকে উদ্‌গত হয়, কেননা ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন থাকেন। ভগবানের মহান ভক্তের শৈশব অবস্থাতেই সুন্দর বন্দনার মাধ্যমে ভগবানের লীলাবলীর মহিমা কীর্তন করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। অর্থাৎ, ভগবানের প্রতি অনুরাগের বিকাশ না হলে, কেউই যথাযথভাবে ভগবানের বন্দনা করতে পারে না।

শ্লোক ৭

প্রোক্তং কিলৈতদ্ভগবত্তমেন
নিবৃত্তিধর্মাভিরতায় তেন ।
সনৎকুমারায় স চাহ পৃষ্টঃ
সাংখ্যায়নায়াঙ্গ ধৃতব্রতায় ॥ ৭ ॥

প্রোক্তম্—কথিত হয়েছে; **কিল**—নিশ্চয়ই; **এতৎ**—এই; **ভগবত্তমেন**—সঙ্কর্ষণ কর্তৃক; **নিবৃত্তি**—বৈরাগ্য; **ধর্ম-অভিরতায়**—যিনি এই ধর্মীয় শপথ গ্রহণ করেছেন; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **সনৎ-কুমারায়**—সনৎকুমারকে; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **আহ**—বলেছেন; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **সাংখ্যায়নায়**—মহর্ষি সাংখ্যায়নকে; **অঙ্গ**—হে প্রিয় বিদুর; **ধৃত-ব্রতায়**—যিনি এই ব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁকে।

অনুবাদ

ভগবান সঙ্কর্ষণ এই প্রকার নিবৃত্তি পরায়ণ মহর্ষি সনৎকুমারকে শ্রীমদ্ভাগবতের এই তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছিলেন। তারপর সনৎকুমারও সাংখ্যায়ন ঋষি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, যেভাবে তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণের কাছে শুনেছিলেন, সেইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এইটিই হচ্ছে *পরম্পরা* ধারার পন্থা। যদিও বিখ্যাত মহান ঋষি-বালক সনৎ-কুমার সিদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, তবুও তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণের কাছ থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শ্রবণ করেছিলেন। তেমনই, তিনি যখন সাংখ্যায়ন ঋষি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হন, তখন তিনি ভগবান সঙ্কর্ষণের কাছে যে বাণী শ্রবণ করেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করেন। অর্থাৎ, উপযুক্ত অধিকারির কাছে তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ না করলে ভগবানের বাণীর প্রচারক হওয়া যায় না। তাই নবধা ভক্তির মধ্যে দুটি অঙ্গ—শ্রবণ এবং কীর্তন হচ্ছে সবচাইতে মহত্ত্বপূর্ণ। ভালভাবে শ্রবণ না করলে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেওয়া যায় না।

শ্লোক ৮

সাংখ্যায়নঃ পারমহংস্যমুখ্যো
বিবক্ষমাণো ভগবদ্বিভূতীঃ ।
জগাদ সোঽস্মদ্গুরবেঽন্বিতায়
পরাশরায়াথ বৃহস্পতেশ্চ ॥ ৮ ॥

সাংখ্যায়নঃ—মহর্ষি সাংখ্যায়ন; **পারমহংস্য-মুখ্যঃ**—সমস্ত পরমহংসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **বিবক্ষমাণঃ**—কীর্তন করার সময়; **ভগবৎ-বিভূতীঃ**—ভগবানের মহিমা; **জগাদ**—বিশ্লেষণ করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **অস্মৎ**—আমার; **গুরবে**—গুরুদেবকে; **অন্বিতায়**—অনুসরণ করেছিলেন; **পরাশরায়**—মহর্ষি পরাশরকে; **অথ বৃহস্পতেঃ চ**—বৃহস্পতিকেও।

অনুবাদ

মহর্ষি সাংখ্যায়ন ছিলেন সমস্ত পরমহংসদের মধ্যে প্রধান, এবং তিনি যখন শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছিলেন, তখন আমার গুরুদেব পরাশর, এবং বৃহস্পতি উভয়েই তাঁর কাছ থেকে তা শ্রবণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

প্রোবাচ মহ্যং স দয়ালুরুক্তো
মুনিঃ পুলস্ত্যেন পুরাণমাদ্যম্ ।
সোঽহং তবৈতৎকথয়ামি বৎস
শ্রদ্ধালবে নিত্যমনুব্রতায় ॥ ৯ ॥

প্রোবাচ—বলেছিলেন; মহ্যম্—আমাকে; সঃ—তিনি; দয়ালুঃ—সদয় হৃদয়; উক্তঃ—পূর্বোক্ত; মুনিঃ—ঋষি; পুলস্ত্যেন—পুলস্ত্য ঋষি কর্তৃক; পুরাণম্ আদ্যম্—পুরাণশ্রেষ্ঠ; সঃ অহম্—আমিও; তব—আপনাকে; এতৎ—এই; কথয়ামি—বলব; বৎস—হে প্রিয় পুত্র; শ্রদ্ধালবে—শ্রদ্ধাপরায়ণ ব্যক্তিকে; নিত্যম্—সর্বদা; অনুব্রতায়—অনুগামীকে।

অনুবাদ

মহর্ষি পুলস্ত্য কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে পূর্বোক্ত মহর্ষি পরাশর এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত) আমাকে বলেছিলেন। হে বৎস, যেহেতু তুমি আমার শ্রদ্ধাপরায়ণ অনুগামী, তাই যেভাবে আমি শ্রবণ করেছি, তোমার কাছেও আমি তা বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

মহর্ষি পুলস্ত্য হচ্ছেন রাক্ষসদের পিতা। একসময় পরাশর মুনি সমস্ত রাক্ষসদের আগুনে পুড়িয়ে মারবার উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞ শুরু করেন, কেননা একজন রাক্ষস তাঁর পিতাকে হত্যা করে খেয়েছিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তখন সেই যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে পরাশর মুনিকে এই ভয়ঙ্কর কর্ম থেকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করেন। ঋষি সমাজে বশিষ্ঠের স্থান এবং সম্মানের জন্য পরাশর মুনি তাঁর অনুরোধ অস্বীকার করতে পারেননি। পরাশর মুনি যজ্ঞ বন্ধ করলে, রাক্ষসদের পিতা পুলস্ত্য তাঁর ব্রাহ্মণোচিত মনোভাবের জন্য তাঁকে আশীর্বাদ করেন যে, তিনি ভবিষ্যতে বৈদিক পুরাণের একজন মহান বক্তা হবেন। পুলস্ত্য পরাশরের কার্যের প্রশংসা করেছিলেন কেননা পরাশর তাঁর ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা-গুণে রাক্ষসদের ক্ষমা করেছিলেন। পরাশর তাঁর যজ্ঞে সমস্ত রাক্ষসদের বিনাশ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি বিবেচনা করেছিলেন, "রাক্ষসদের এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তারা মানুষ, পশু আদি জীবদের ভক্ষণ করে, কিন্তু তা বলে কি আমি আমার ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা-গুণ

প্রত্যাহার করব?" পুরাণের মহান বক্তারূপে পরাশর প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বর্ণনা করেছিলেন, কেননা তা হচ্ছে সমস্ত পুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মৈত্রেয় মুনি সেই ভাগবত বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছিলেন, যা তিনি পরাশরের কাছ থেকে শুনেছিলেন, এবং বিদুর তাঁর শ্রদ্ধাশীলতা আর নিষ্ঠা সহকারে গুরুজনদের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে তা শ্রবণ করার অধিকারি ছিলেন। এইভাবে পরম্পরা ধারায় অনাদিকাল ধরে, এমনকি ব্যাসদেবেরও পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত হয়েছে। তথাকথিত ঐতিহাসিকেরা বলে যে, পুরাণসমূহ মাত্র কয়েকশ বছরের পুরানো, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড়বাদী এবং মনোধর্মী দার্শনিকদের সমস্ত ঐতিহাসিক গণনার বহু পূর্ব থেকে অর্থাৎ অনাদি কাল ধরে এই পুরাণসমূহ বিদ্যমান।

শ্লোক ১০

উদাপ্লুতং বিশ্বমিদং তদাসীদ্
যন্নিদ্রয়ামীলিতদৃঙ্ ন্যমীলয়ৎ ।
অহীন্দ্রতল্পেঽধিশয়ান একঃ
কৃতক্ষণঃ স্বাত্মরতৌ নিরীহঃ ॥ ১০ ॥

উদ—জল; **আপ্লুতম্**—নিমজ্জিত; **বিশ্বম্**—ত্রিভুবন; **ইদম্**—এই; **তদা**—তখন; **আসীৎ**—ছিল; **যৎ**—যাতে; **নিদ্রয়া**—নিদ্রিত; **অমীলিত**—বন্ধ; **দৃক্**—নেত্র; **ন্যমীলয়ৎ**—পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল না; **অহি-ইন্দ্র**—মহাসর্প অনন্ত; **তল্পে**—শয্যায়; **অধিশয়ানঃ**—শায়িত; **একঃ**—একলা; **কৃত-ক্ষণঃ**—প্রবৃত্ত হয়ে; **স্ব-আত্ম-রতৌ**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে উপভোগ করে; **নিরীহঃ**—বহিরঙ্গা শক্তির কোন অংশ ব্যতীত।

অনুবাদ

ত্রিভুবন যখন জলমগ্ন ছিল, তখন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু একাকী মহানাগ অনন্তের শয্যায় শায়িত ছিলেন। যদিও প্রতীত হচ্ছিল যে, তিনি বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়ার অতীত তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিদ্রিত ছিলেন, তবুও তাঁর নেত্র পূর্ণরূপে নিমীলিত ছিল না।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিত্যকাল অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন, কিন্তু তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়া জড় জগতের প্রলয়ের সময় নিলম্বিত থাকে।

শ্লোক ১১

সোঽন্তঃশরীরেঽর্পিতভূতসূক্ষ্মঃ
কালাত্মিকাং শক্তিমুদীরয়াণঃ ।
উবাস তস্মিন্ সলিলে পদে স্বে
যথানলো দারুণি রুদ্ধবীর্যঃ ॥ ১১ ॥

সঃ—পরমেশ্বর ভগবান; অন্তঃ—অভ্যন্তরে; শরীরে—চিন্ময় দেহে; অর্পিত—সংরক্ষিত; ভূত—জড় উপাদানসমূহ; সূক্ষ্মঃ—সূক্ষ্ম; কাল-আত্মিকাম্—কালরূপে; শক্তিম্—শক্তি; উদীরয়াণঃ—বলোদ্দীপ্ত; উবাস—বাস করেছিলেন; তস্মিন্—সেখানে; সলিলে—জলে; পদে—স্থানে; স্বে—তাঁর নিজের; যথা—যেমন; অনলঃ—অগ্নি; দারুণি—ইন্ধন কাষ্ঠে; রুদ্ধ-বীর্যঃ—নিহিত শক্তি।

অনুবাদ

ঠিক যেমন কাঠের মধ্যে আগুনের দাহিকা শক্তি থাকে, তেমনই ভগবান সমস্ত জীবেদের তাদের সূক্ষ্ম শরীরে নিমজ্জিত করে, প্রলয় বারিতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের দ্বারা সংবর্ধিত কাল নামক শক্তিতে শয়ন করেছিলেন।

তাৎপর্য

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবন যখন প্রলয়ের জলে লীন হয়ে যায়, তখন কাল নামক শক্তির সাহায্যে ত্রিলোকের সমস্ত জীব তাদের সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করে। এই প্রলয়ে, স্থূল শরীর অপ্রকট হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর থাকে, ঠিক জড় সৃষ্টির জলের মতো। জড় জগতের পূর্ণ প্রলয়ের মতো জড় সৃষ্টি তখনও পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় না।

শ্লোক ১২

চতুর্যুগানাং চ সহস্রমপ্সু
স্বপন্ স্বয়োদীরিতয়া স্বশক্ত্যা ।
কালাখ্যয়াসাদিতকর্মতন্ত্রো
লোকানপীতান্দদৃশে স্বদেহে ॥ ১২ ॥

চতুঃ—চার; যুগানাম্—যুগের; চ—ও; সহস্রম্—এক হাজার; অপ্সু—জলে; স্বপন্—স্বপ্ন; স্বয়া—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; উদীরিতয়া—পুনর্বিকাশের জন্য;

স্ব-শক্ত্যা—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; **কাল-আখ্যয়া**—কাল নামক; **আসাদিত**—এইভাবে নিযুক্ত হয়ে; **কর্ম-তন্ত্রঃ**—স্বকাম কর্মের বিষয়ে; **লোকান্**—সমস্ত জীবেদের; **অপীতান্**—লীন; **দদৃশে**—দর্শন করেছিলেন; **স্ব-দেহে**—তাঁর নিজের শরীরে।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে সহস্র চতুর্যুগ শয়ন করেছিলেন, এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রতীত হয়েছিল যেন তিনি জলের মধ্যে শয়ন করে আছেন। যখন কাল শক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে জীবসমূহ তাদের স্বকাম কর্মের বিকাশ করার জন্য বেরিয়ে আসতে শুরু করে, তখন ভগবান তাঁর চিন্ময় দেহকে নীলাভরূপে দর্শন করলেন।

তাৎপর্য

বিষ্ণু পুরাণে কাল শক্তিকে অবিদ্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাল শক্তির লক্ষণ হচ্ছে যে, তার প্রভাবে জীব জড় জগতে সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। ভগবদ্গীতায় সকাম কর্মীদের মূঢ় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকার মূঢ় জীবেরা অন্তহীন বন্ধনে সাময়িক লাভের জন্য কর্ম করতে অত্যন্ত উৎসাহী। কেউ যদি তার সন্তান-সন্ততিদের জন্য অনেক ধন-সম্পদ রেখে যেতে সক্ষম হয়, তাহলে সে নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে, এবং এই সমস্ত কার্যকলাপ যে তাকে জড় জগতের বন্ধনে চিরকালের জন্য আবদ্ধ করে রাখবে সেই কথা না জেনে, এই অনিত্য লাভের জন্য সে নানা রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়। এই প্রকার কলুষিত মনোবৃত্তির ফলে এবং পাপকর্মের ফলে জীবসমষ্টিকে নীলাভ বলে মনে হয়েছিল। সকাম কর্ম করার এই অনুপ্রেরণা কাল নামক ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে সম্ভব হয়।

শ্লোক ১৩

তস্যার্থসূক্ষ্মাভিনিবিষ্টদৃষ্টে-
রন্তর্গতোঽর্থো রজসা তনীয়ান্ ।
গুণেন কালানুগতেন বিদ্ধঃ
সূষ্যংস্তদাভিদ্যত নাভিদেশাৎ ॥ ১৩ ॥

তস্য—তাঁর; **অর্থ**—বিষয়; **সূক্ষ্ম**—সূক্ষ্ম; **অভিনিবিষ্ট-দৃষ্টেঃ**—যাঁর মনোযোগ অভিনিবিষ্ট ছিল; **অন্তঃ-গতঃ**—আভ্যন্তরীণ; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্য; **রজসা**—জড়া প্রকৃতির

রজোগুণের দ্বারা; তনীয়ান্—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; গুণেন—গুণসমূহের দ্বারা; কাল-অনুগতেন—যথা সময়ে; বিদ্ধঃ—বিক্ষুব্ধ; সৃষ্যান্—উৎপন্ন করে; তদা—তখন; অভিদ্যত—ভেদ করে; নাভি-দেশাৎ—নাভিদেশ থেকে।

অনুবাদ

সৃষ্টির সূক্ষ্ম বিষয়ে ভগবানের মনোযোগ অভিনিবিষ্ট ছিল, যা রজোগুণের দ্বারা ক্ষোভিত হয়, এবং তার ফলে সৃষ্টির সূক্ষ্মরূপ তাঁর নাভিদেশ ভেদ করে উদ্ভূত হয়।

শ্লোক ১৪

স পদ্মকোশঃ সহসোদতিষ্ঠৎ
কালেন কর্মপ্রতিবোধনেন ।
স্বরোচিষা তৎসলিলং বিশালং
বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ—সেই; পদ্ম-কোশঃ—পদ্মকলি; সহসা—হঠাৎ; উদতিষ্ঠৎ—আবির্ভূত হয়েছিল; কালেন—কালের দ্বারা; কর্ম—সকাম কর্ম; প্রতিবোধনেন—জাগ্রত করে; স্ব-রোচিষা—তার জ্যোতির দ্বারা; তৎ—সেই; সলিলম্—প্রলয় বারি; বিশালম্—বিশাল; বিদ্যোতয়ন্—প্রকাশিত করে; অর্কঃ—সূর্য; ইব—মতো; আত্ম-যোনিঃ—ভগবান শ্রীবিষ্ণু থেকে উদ্ভূত।

অনুবাদ

জীবের সকাম কর্মের এই সমগ্র স্বরূপ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাভি ভেদ করে একটি পদ্মের কলির মতো আকার ধারণ করল, এবং ভগবানের ইচ্ছায় তা একটি সূর্যের মতো সব কিছুকে উদ্ভাসিত করে, বিশাল প্রলয় বারি শুকিয়ে দিল।

শ্লোক ১৫

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎসর্বগুণাবভাসম্ ।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ম্ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ ॥ ১৫ ॥

তৎ—সেই; লোক—বিশ্ব; পদ্মম্—পদ্মফুল; সঃ—তিনি; উ—নিশ্চয়ই; এব—বাস্তবিক; বিষ্ণুঃ—ভগবান; প্রাবীবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন; সর্ব—সমস্ত; গুণ-অবভাসম্—প্রকৃতির সমস্ত গুণের আকর; তস্মিন্—যাতে; স্বয়ম্—নিজে; বেদ-ময়ঃ—মূর্তিমান বেদ; বিধাতা—ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা; স্বয়ম্-ভুবম্—স্বয়ং আবির্ভূত; যম্—যাঁকে; স্ম—অতীতে; বদন্তি—বলা হয়; সঃ—তিনি; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

সেই সর্বলোকময় পদ্মফুলে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন, এবং এইভাবে যখন তা প্রকৃতির সমস্ত গুণের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তখন বৈদিক জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ, যাঁকে স্বয়ম্ভূ বলা হয়, তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

সেই পদ্মফুলটি হচ্ছে জড় জগতে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট-রূপ। তা প্রলয়ের সময় পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর নাভিদেশে লীন হয়ে যায় এবং সৃষ্টি রচনার সময় প্রকাশিত হয়। তা গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রভাবে হয়, যিনি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীবেদের সমগ্র সকাম কর্মের সমষ্টি হচ্ছে এই রূপ, এবং তাদের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকারী প্রথম জীব ব্রহ্মা এই পদ্মফুল থেকে আবির্ভূত হন। এই প্রথম জীব অন্যান্য জীবেদের মতো নন, এবং তাঁর কোন জড় পিতা নেই, তাই তাঁকে বলা হয় স্বয়ম্ভু, অর্থাৎ নিজে থেকেই যাঁর জন্ম হয়েছিল। প্রলয়ের সময় তিনি নারায়ণের সঙ্গে নিদ্রা যান, এবং পুনরায় যখন সৃষ্টি হয়, তখন এইভাবেই তাঁর আবার জন্ম হয়। এই বর্ণনায় তিনটি ধারণা নিহিত রয়েছে—স্থূল বিরাট-রূপ, সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ এবং জড় সৃজনাত্মক শক্তি ব্রহ্মা।

শ্লোক ১৬

তস্যাং স চাম্ভোরুহকর্ণিকায়া-
মবস্থিতো লোকমপশ্যমানঃ ।
পরিক্রমন্ ব্যোম্নি বিবৃত্তনেত্র-
শ্চত্বারি লেভেঽনুদিশং মুখানি ॥ ১৬ ॥

তস্যাম্—তাতে; চ—এবং; অম্ভঃ—জল; রুহ-কর্ণিকায়াম্—পদ্মের কর্ণিকা; অবস্থিতঃ—প্রতিষ্ঠিত হয়ে; লোকম্—বিশ্ব; অপশ্যমানঃ—দেখতে না পেয়ে;

পরিক্রমন্—প্রদক্ষিণ করে; ব্যোম্নি—অন্তরীক্ষে; বিবৃত-নেত্রঃ—চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে; চত্বারি—চার; লেভে—লাভ করেছিলেন; অনুদিশম্—দিক সম্বন্ধে; মুখানি—মস্তক।

অনুবাদ

ব্রহ্মা পদ্মফুল থেকে আবির্ভূত হন, এবং পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি এই জগৎকে দর্শন করতে পারলেন না। তাই, তিনি সর্বত্র ভ্রমণ করে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, এবং তার ফলে তিনি চারটি মুখ লাভ করলেন।

শ্লোক ১৭

তস্মাদ্যুগান্তশ্বসনাবঘূর্ণ-
জলোর্মিচক্রাৎসলিলাদ্বিরূঢ়ম্ ।
উপাশ্রিতঃ কঞ্জমু লোকতত্ত্বং
নাত্মানমদ্ধাবিদদাদিদেবঃ ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ—সেখান থেকে; যুগ-অন্ত—কল্পান্তে; শ্বসন—প্রলয় বায়ু; অবঘূর্ণ—গতির ফলে; জল—জল; ঊর্মি-চক্রাৎ—তরঙ্গের আবর্ত থেকে; সলিলাৎ—জল থেকে; বিরূঢ়ম্—তাদের উপর অবস্থিত; উপাশ্রিতঃ—আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে; কঞ্জম্—পদ্মফুল; উ—বিস্ময়ে; লোক-তত্ত্বম্—সৃষ্টিতত্ত্ব; ন—না; আত্মানম্—তিনি স্বয়ং; অদ্ধা—পূর্ণরূপে; অবিদৎ—বুঝতে পারেন; আদি-দেবঃ—প্রথম দেবতা।

অনুবাদ

সেই পদ্মে সমাসীন ব্রহ্মা সৃষ্টি সম্বন্ধে, সেই পদ্ম সম্বন্ধে অথবা নিজের সম্বন্ধে যথাযথভাবে বুঝতে পারলেন না। কল্পান্তে প্রলয়কালীন বায়ু জলকে উদ্বেলিত করেছিল এবং উত্তাল তরঙ্গে সেই পদ্মটি ঘূর্ণিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টি, পদ্ম ও জগৎ সম্বন্ধে হতবুদ্ধি হয়েছিলেন। মানুষের সৌর বৎসরের গণনায় গণনা করে যে যুগের পরিমিতি নির্ধারণ করা অসম্ভব, সেই এক যুগ ধরে চেষ্টা করেও তিনি সেই সম্বন্ধে বুঝতে পারেননি। তাই বুঝতে হবে যে, মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে কখনই জড় প্রকাশ এবং তার সৃষ্টির রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা

যায় না। মানুষের ক্ষমতা এতই সীমিত যে, পরমেশ্বর ভগবানের সাহায্য ব্যতীত ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ইচ্ছার রহস্য তার পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৮

ক এষ যোঽসাবহমব্জপৃষ্ঠ
এতৎকুতো বাব্জমনন্যদপ্সু ।
অস্তি হ্যধস্তাদিহ কিঞ্চনৈত-
দধিষ্ঠিতং যত্র সতা নু ভাব্যম্ ॥ ১৮ ॥

কঃ—যিনি; **এষঃ**—এই; **যঃ অসৌ অহম্**—সেই আমি; **অব্জ-পৃষ্ঠে**—পদ্মের উপর; **এতৎ**—এই; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **বা**—অথবা; **অব্জম্**—পদ্মফুল; **অনন্যৎ**—অন্যথা; **অপ্সু**—জলে; **অস্তি**—আছে; **হি**—নিশ্চয়ই; **অধস্তাৎ**—নীচ থেকে; **ইহ**—এতে; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **এতৎ**—এই; **অধিষ্ঠিতম্**—অবস্থিত; **যত্র**—যেখানে; **সতা**—আপনা থেকে; **নু**—অথবা নয়; **ভাব্যম্**—অবশ্যই হবে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা তাঁর অজ্ঞানতাবশত ভাবতে লাগলেন, এই কমলের উপর বিরাজমান আমি কে? কোথা থেকে এইটি বিকশিত হয়েছে? এর নীচে জলের অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে যার থেকে এই কমলটি উদ্ভূত হয়েছে।

তাৎপর্য

সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রথমে ব্রহ্মা যা অনুমান করেছিলেন তা আজও মনোধর্মীদের জল্পনা-কল্পনার বিষয়। সবচাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর নিজের ও সমগ্র জগতের অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেন, এবং এইভাবে তিনি পরম কারণ সম্বন্ধে জানবার প্রয়াস করেন। তাঁর প্রচেষ্টা যদি তপশ্চর্যা ও অধ্যবসায় সহযোগে যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হবেন।

শ্লোক ১৯

স ইত্থমুদ্বীক্ষ্য তদব্জনাল-
নাড়ীভিরন্তর্জলমাবিবেশ ।
নার্বাগ্‌গতস্তৎখরনালনাল-
নাভিং বিচিন্বংস্তদবিন্দতাজঃ ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); **ইত্থম্**—এইভাবে; **উদ্বীক্ষা**—চিন্তা করে; **তৎ**—তা; **অব্জ**—পদ্ম; **নাল**—কাণ্ড; **নাড়ীভিঃ**—নালের মধ্যবর্তী ছিদ্রের দ্বারা; **অন্তঃ-জলম্**—জলের মধ্যে; **আবিবেশ**—প্রবেশ করলেন; **ন্**—না; **অর্বাক্-গতঃ**—ভিতরে যাওয়া সত্ত্বেও; **তৎ-খর-নাল**—সেই পদ্মের নাল; **নাল**—নল; **নাভিম্**—নাভির; **বিচিন্বন্**—সেই সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করে; **তৎ**—তা; **অবিন্দত**—বুঝতে পেরেছিলেন; **অজঃ**—স্বয়ম্ভূ।

অনুবাদ

এইভাবে বিচার করে ব্রহ্মা পদ্মনালের ছিদ্র দিয়ে জলে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সেই নালে প্রবেশ করে বিষ্ণুর নাভির নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি তার মূল খুঁজে পেলেন না।

তাৎপর্য

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কেউ ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারেন, কিন্তু তা হলেও, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। ভগবান সম্বন্ধে এই প্রকার অবগতি কেবল ভক্তির মাধ্যমেই সম্ভব, যে কথা প্রতিপন্ন করে ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) বলা হয়েছে—*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ* ।

শ্লোক ২০

তমস্যপারে বিদুরাত্মসর্গং
বিচিন্বতোঽভূৎসুমহাংস্ত্রিণেমিঃ ।
যো দেহভাজাং ভয়মীরয়াণঃ
পরিক্ষিণোত্যায়ুরজস্য হেতিঃ ॥ ২০ ॥

তমসি অপারে—অজ্ঞভাবে অন্বেষণের ফলে; **বিদুর**—হে বিদুর; **আত্ম-সর্গম্**—তাঁর সৃষ্টির কারণ; **বিচিন্বতঃ**—চিন্তা করার সময়; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সু-মহান্**—অত্যন্ত মহান; **ত্রি-ণেমিঃ**—তিন মাত্রা সমন্বিত কাল; **যঃ**—যা; **দেহ-ভাজাম্**—দেহধারীর; **ভয়ম্**—ভয়; **ইরয়াণঃ**—উৎপন্ন করে; **পরিক্ষিণোতি**—একশত বৎসর হ্রাস করে; **আয়ুঃ**—জীবনের স্থিতি কাল; **অজস্য**—স্বয়ম্ভুর; **হেতিঃ**—শাশ্বত কালের চক্র।

অনুবাদ

হে বিদুর। ব্রহ্মা তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইভাবে অন্বেষণ করতে করতে তাঁর অন্তিম কাল উপনীত হল, যা হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর হস্তধৃত শাশ্বত চক্র, এবং যা মৃত্যুর ভয়ের মতো জীবের অন্তরে ভয় উৎপন্ন করে।

শ্লোক ২১

ততো নিবৃত্তোঽপ্রতিলব্ধকামঃ
স্বধিষ্ণ্যমাসাদ্য পুনঃ স দেবঃ ।
শনৈর্জিতশ্বাসনিবৃত্তচিত্তো
ন্যষীদদারূঢ়সমাধিযোগঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ—তারপর; নিবৃত্তঃ—সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়ে; অপ্রতিলব্ধ-কামঃ—ঈপ্সিত লক্ষ্য প্রাপ্ত না হয়ে; স্ব-ধিষ্ণ্যম্—স্বীয় স্থান; আসাদ্য—পৌঁছে; পুনঃ—পুনরায়; সঃ—তিনি; দেবঃ—দেবতা; শনৈঃ—অচিরে; জিত-শ্বাস—শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে; নিবৃত্ত—অবসর গ্রহণ করে; চিত্তঃ—বুদ্ধি; ন্যষীদৎ—উপবেশন করেছিলেন; আরূঢ়—দৃঢ়ভাবে; সমাধি-যোগঃ—ভগবানের ধ্যানে।

অনুবাদ

তারপর অভীষ্ট লক্ষ্য লাভে অকৃতকার্য হয়ে, তিনি সেই অন্বেষণ থেকে বিরত হয়ে, সেই পদ্মের উপর ফিরে গেলেন। এইভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে, তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেন।

তাৎপর্য

পরম কারণের প্রকৃতি সবিশেষ, নির্বিশেষ অথবা প্রাদেশিক সেই সম্বন্ধে সাধকের যথাযথ জ্ঞান না থাকলেও, সমাধির প্রক্রিয়ায় সমগ্র কারণের পরম কারণের উপর মনকে একাগ্রীভূত করতে হয়। পরমেশ্বরের উপর মনকে একাগ্রীভূত করা অবশ্যই ভক্তিযোগের একটি রূপ। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়ে পরম কারণে চিত্তকে একাগ্রীভূত করা আত্মসমর্পণেরই একটি লক্ষণ, এবং এই শরণাগতিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির নিশ্চিত লক্ষণ। যে সমস্ত জীব তাদের অস্তিত্বের চরম কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার অভিলাষী, তাদের প্রত্যেককেই ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

শ্লোক ২২

কালেন সোঽজঃ পুরুষায়ুষাভি-
প্রবৃত্তযোগেন বিরূঢ়বোধঃ ।
স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাত-
মপশ্যতাপশ্যত যন্ন পূর্বম্ ॥ ২২ ॥

কালেন—যথা সময়ে; **সঃ**—তিনি; **অজঃ**—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা; **পুরুষ-আয়ুষা**—তাঁর আয়ুষ্কাল দ্বারা; **অভিপ্রবৃত্ত**—নিযুক্ত হয়ে; **যোগেন**—ধ্যানের দ্বারা; **বিরূঢ়**—বিকশিত; **বোধঃ**—বুদ্ধি; **স্বয়ম্**—আপনা থেকেই; **তৎ অন্তঃ-হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **অবভাতম্**—প্রকাশিত হয়েছিল; **অপশ্যত**—দেখেছিলাম; **অপশ্যত**—দেখেছিলেন; **যৎ**—যা; **ন**—না; **পূর্বম্**—পূর্বে।

অনুবাদ

ব্রহ্মার একশত বৎসর পরে তাঁর ধ্যান যখন পূর্ণ হল, তখন তিনি অভীষ্ট জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে পরম পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর মহান প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যাঁকে তিনি পূর্বে দর্শন করতে পারেননি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তির দ্বারাই কেবল উপলব্ধি করা যায়, মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারা কখনই তাঁকে জানা সম্ভব নয়। ব্রহ্মার আয়ুর গণনা করা হয় দিব্য যুগের মাধ্যমে, যা মানুষদের সৌর বৎসরের গণনা থেকে ভিন্ন। ভগবদ্গীতায় (৮/১৭) দিব্য বৎসরের গণনা করে বলা হয়েছে—*সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ* । ব্রহ্মার একদিন এক সহস্র চতুর্যুগের (৪৩২,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের) সমান। সেই গণনায় সর্ব কারণের পরম কারণকে হৃদয়ঙ্গম করার আগে পর্যন্ত ব্রহ্মা শত বৎসর ধরে ধ্যান করেছিলেন, এবং তারপর তিনি ব্রহ্মসংহিতা রচনা করেছিলেন, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত হয়েছে, এবং যাতে তিনি গেয়েছেন, *গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*। ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে গেলে এবং যথাযথভাবে তাঁকে জানতে হলে ভগবানের কৃপার প্রতীক্ষা করতে হয়।

শ্লোক ২৩

মৃণালগৌরায়তশেষভোগ-
পর্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানম্ ।
ফণাতপত্রাযুতমূর্ধরত্ন-
দ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে ॥ ২৩ ॥

মৃণাল—পদ্মফুল; **গৌর**—সম্পূর্ণ শ্বেত বর্ণ; **আয়ত**—বিশাল; **শেষ-ভোগ**—শেষনাগের শরীর; **পর্যঙ্কে**—শয্যার উপর; **একম্**—একাকী; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **শয়ানম্**—শায়িত ছিলেন; **ফণ-আতপত্র**—সাপের ফণার ছত্র; **আয়ুত**—সুশোভিত; **মূর্ধ**—মস্তক; **রত্ন**—রত্নাবলী; **দ্যুভিঃ**—কিরণের দ্বারা; **হত-ধ্বান্ত**—দূরীকৃত অন্ধকার; **যুগ-অন্ত**—প্রলয়; **তোয়ে**—জলে।

অনুবাদ

ব্রহ্মা সেই জলে এক বিশাল পদ্মসদৃশ শয্যা দেখতে পেয়েছিলেন, যা ছিল শেষনাগের শরীর এবং তাতে পরমেশ্বর ভগবান একাকী শায়িত ছিলেন। চতুর্দিক শেষনাগের মাথার মণির কিরণে উদ্ভাসিত ছিল, এবং সেই জ্যোতি সেখানকার সমস্ত অন্ধকার দূর করেছিল।

শ্লোক ২৪

প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ
সন্ধ্যাভ্রনীবেরুরুরুক্মমূর্ধ্নঃ ।
রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্য
বনস্রজো বেণুভুজাঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রেঃ ॥ ২৪ ॥

প্রেক্ষাম্—দৃশ্যাবলী; **ক্ষিপন্তম্**—উপেক্ষা করে; **হরিত**—সবুজ; **উপল**—প্রবাল; **অদ্রেঃ**—পর্বতের; **সন্ধ্যা-অভ্র-নীবেঃ**—সন্ধ্যার আকাশের সাজ; **উরু**—মহান; **রুক্ম**—স্বর্ণ; **মূর্ধ্নঃ**—চূড়ায়; **রত্ন**—রত্নাবলী; **উদধার**—ঝরনা; **ঔষধি**—ওষধিসমূহ; **সৌমনস্য**—দৃশ্যাবলীর; **বন-স্রজঃ**—বনমালা; **বেণু**—বস্ত্র; **ভুজ**—হস্ত; **অঙ্ঘ্রিপ**—বৃক্ষরাজি; **অঙ্ঘ্রেঃ**—চরণ।

অনুবাদ

ভগবানের চিন্ময় শরীরের কান্তি প্রবাল পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। সেই প্রবালের পর্বত সান্ধ্য আকাশের দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল, কিন্তু ভগবানের পীত বসন সেই সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল। পর্বতের চূড়াটি স্বর্ণময় ছিল, কিন্তু ভগবানের মণিরত্ন খচিত মুকুট সেই পর্বতের সুবর্ণময় শৃঙ্গকে উপহাস করছিল। সেই পর্বতের ঝরনা, ওষধি আদি ও পুষ্পময় দৃশ্যাবলী যেন সেই পর্বতের গলার মালা বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু মণিরত্ন, মুক্তো, তুলসীপত্র ও পুষ্পমালায় বিভূষিত ভগবানের সুবিশাল শরীর, হস্ত ও পদ সেই পর্বতের সৌন্দর্যকে উপহাস করছিল।

তাৎপর্য

প্রকৃতির চিত্রাত্মক দৃশ্যাবলী যা মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, সেইগুলিকে ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহের সৌন্দর্যের বিকৃত প্রতিফলন বলে মনে করা যেতে পারে। তাই, কেউ যখন ভগবানের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন জড়া প্রকৃতির কোন রকম সৌন্দর্যের প্রতি তার আর কোন আকর্ষণ থাকে না, যদিও তিনি সেই সৌন্দর্যকে তুচ্ছ বলে মনে করেন না। ভগবদ্গীতায় (২/৫৯) বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যখন পরম ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হন, তখন তাঁর আর অন্য কোন নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে না।

শ্লোক ২৫

আয়ামতো বিস্তরতঃ স্বমান-
দেহেন লোকত্রয়সংগ্রহেণ ।
বিচিত্রদিব্যাভরণাংশুকানাং
কৃতশ্রিয়াপাশ্রিতবেষদেহম্ ॥ ২৫ ॥

আয়ামতঃ—দৈর্ঘ্যে; **বিস্তরতঃ**—প্রস্থে; **স্ব-মান**—তাঁর নিজের মাপ অনুসারে; **দেহেন**—অপ্রাকৃত দেহের দ্বারা; **লোক-ত্রয়**—ত্রিভুবন; **সংগ্রহেণ**—সমস্ত সংগ্রহের দ্বারা; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **দিব্য**—অপ্রাকৃত; **আভরণ-অংশুকানাম্**—অলঙ্কারের কিরণ; **কৃত-শ্রিয়া অপাশ্রিত**—সেই সমস্ত বসন ও ভূষণের সৌন্দর্য; **বেষ**—সজ্জিত; **দেহম্**—অপ্রাকৃত দেহ।

অনুবাদ

তাঁর চিন্ময় দেহ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অপরিমিত ছিল, এবং তা স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবন বিস্তৃত ছিল। তাঁর দিব্য বিগ্রহ অনুপম বসন এবং বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হওয়ার ফলে স্বতঃপ্রকাশিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কেবল তাঁর নিজের মাপ অনুসারেই মাপা যেতে পারে, কেননা তিনি সমগ্র জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। জড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁর স্বীয় সৌন্দর্যেরই ফলশ্রুতি, তবুও তিনি তাঁর দিব্য বৈচিত্র্য প্রমাণ করার জন্য সর্বদা অত্যন্ত সুন্দর বস্ত্র-অলঙ্কার ধারণ করেন, যা পারমার্থিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৬

পুংসাং স্বকামায় বিবিক্তমার্গৈ-
রভ্যর্চতাং কামদুঘাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ।
প্রদর্শয়ন্তং কৃপয়া নখেন্দু-
ময়ূখভিন্নাঙ্গুলিচারুপত্রম্ ॥ ২৬ ॥

পুংসাম্—মানুষের; **স্ব-কামায়**—কামনা অনুসারে; **বিবিক্ত-মার্গৈঃ**—ভগবদ্ভক্তির পন্থার দ্বারা; **অভ্যর্চতাম্**—পূজিত; **কাম-দুঘ-অঙ্ঘ্রি-পদ্মম্**—পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দ, যা সমস্ত অভীষ্ট ফল প্রদান করে; **প্রদর্শয়ন্তম্**—দর্শন করাচ্ছিলেন; **কৃপয়া**—অহৈতুকী কৃপার দ্বারা; **নখ**—নখ; **ইন্দু**—চন্দ্রের মতো; **ময়ূখ**—কিরণ; **ভিন্ন**—বিভক্ত; **অঙ্গুলি**—অঙ্গুলি; **চারু-পত্রম্**—অত্যন্ত সুন্দর।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর চরণারবিন্দ উত্তোলিত করে দেখাচ্ছিলেন। সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা লভ্য সমস্ত পুরস্কারের উৎস তাঁর চরণকমল। এই সমস্ত পুরস্কার তাঁদেরই জন্য যাঁরা শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা তাঁর আরাধনা করেন। তাঁর হস্ত ও চরণের চন্দ্রসদৃশ নখ থেকে বিচ্ছুরিত অপ্রাকৃত জ্যোতির প্রভা ফুলের পাপড়ির মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

ভগবান সকলের ইচ্ছা অনুসারে তাদের বাসনা পূর্ণ করেন। শুদ্ধ ভক্তেরা কেবল ভগবান থেকে অভিন্ন ভগবানের দিব্য সেবা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করেন। তাই শুদ্ধ ভক্তদের একমাত্র কাম্য ভগবানই, আর ভগবদ্ভক্তিই কেবল ভগবানের কৃপা লাভ করার একমাত্র নিষ্কলুষ পন্থা। শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে (১/১/১১) বলেছেন যে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি *জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিতে মনোধর্মী জ্ঞান ও সকাম কর্মের লেশমাত্র নেই। এই শুদ্ধ ভক্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের মতো সর্বোচ্চ ফল প্রদানে সক্ষম। গোপালতাপনী উপনিষদ অনুসারে ভগবান তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শত সহস্র পাপড়ির মধ্যে কেবল একটিই দর্শন করিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছে—*ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাৎ আবির্বভূব* । কোটি কোটি বছর ধরে মায়ার আবরণ ভেদ করার পর ব্রহ্মা গোপ বেশধারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ব্রহ্মসংহিতার প্রসিদ্ধ স্তোত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন—*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি* ।

শ্লোক ২৭

মুখেন লোকার্তিহরস্মিতেন
পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতেন ।
শোণায়িতেনাধরবিম্বভাসা
প্রত্যর্হয়ন্তং সুনসেন সুভ্রূ ॥ ২৭ ॥

মুখেন—মুখভঙ্গির দ্বারা; **লোক-আর্তি-হর**—ভক্তদের ক্লেশ হরণকারী; **স্মিতেন**—স্মিতহাসা দ্বারা; **পরিস্ফুরৎ**—তীব্র জ্যোতি; **কুণ্ডল**—কর্ণ-কুণ্ডল; **মণ্ডিতেন**—শোভিত; **শোণায়িতেন**—স্বীকার করে; **অধর**—তাঁর ঠোঁটের; **বিম্ব**—প্রতিবিম্ব; **ভাসা**—কিরণ; **প্রত্যর্হয়ন্তম্**—পরস্পর বিনিময়; **সু-নসেন**—তাঁর মনোহর নাসিকার দ্বারা; **সুভ্রূ**—এবং সুন্দর ভ্রূযুগল।

অনুবাদ

তিনি তাঁর সুন্দর হাসির দ্বারা ভক্তদের সেবা গ্রহণ করে তাঁদের ক্লেশ দূর করেন। কুণ্ডল শোভিত তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব অত্যন্ত মনোহর কেননা তা তাঁর অধরের কিরণ এবং তাঁর নাসিকা ও ভ্রূযুগলের সৌন্দর্যের দ্বারা উদ্ভাসিত ছিল।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তি ভক্তের কাছে ভগবানকে ঋণী করে। পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু পরমার্থবাদী রয়েছেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি অতুলনীয়। ভগবদ্ভক্ত তাঁর সেবার বিনিময়ে ভগবানের কাছ থেকে কোন কিছুই চান না, এমনকি ভগবান যদি পরম কাম্য মুক্তিও প্রদান করেন, তাও ভগবদ্ভক্ত প্রত্যাখ্যান করেন। তার ফলে ভগবান ভক্তদের কাছে ঋণী থাকেন, এবং তিনি কেবল তাঁর চির মনোহর হাসির দ্বারা তাঁদের সেই ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করতে পারেন। ভক্তেরা ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করেই চিরকাল তৃপ্ত থাকেন, এবং হরষিত হন। ভক্তদের এইভাবে আনন্দিত হতে দেখে ভগবানও তৃপ্ত হন। এইভাবে ভগবান ও তাঁর ভক্তদের মধ্যে সেবা এবং সেই সেবার স্বীকৃতির বিনিময়ের অপ্রাকৃত প্রতিযোগিতা চলতেই থাকে।

শ্লোক ২৮

কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসা
স্বলংকৃতং মেখলয়া নিতম্বে ।
হারেণ চানন্তধনেন বৎস
শ্রীবৎসবক্ষঃস্থলবল্লভেন ॥ ২৮ ॥

কদম্ব-কিঞ্জল্ক—কদম্বফুলের রেণু; **পিশঙ্গ**—সেই রঙের বস্ত্র; **বাসসা**—বস্ত্রের দ্বারা; **সু-অলংকৃতম্**—সুন্দরভাবে বিভূষিত; **মেখলয়া**—কটিবন্ধের দ্বারা; **নিতম্বে**—কটিদেশে; **হারেণ**—মালার দ্বারা; **চ**—ও; **অনন্ত**—অত্যন্ত; **ধনেন**—মূল্যবান; **বৎস**—হে প্রিয় বিদুর; **শ্রীবৎস**—অপ্রাকৃত শ্রীবৎস চিহ্ন; **বক্ষঃ-স্থল**—বক্ষের উপর; **বল্লভেন**—অত্যন্ত মনোহর।

অনুবাদ

হে প্রিয় বিদুর। ভগবানের নিতম্বদেশ কদম্বফুলের কেশর বর্ণের রেণুর মতো পীত বর্ণের বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, এবং তাকে বেষ্টন করেছিল অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত একটি মেখলা। তাঁর বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্ন এবং এক অমূল্য কণ্ঠহারের দ্বারা বিভূষিত ছিল।

শ্লোক ২৯

পরার্ধ্যকেয়ূরমণিপ্রবেক-
পর্যস্তদোর্দণ্ডসহস্রশাখম্ ।
অব্যক্তমূলং ভুবনাঙ্ঘ্রিপেন্দ্র-
মহীন্দ্রভোগৈরধিবীতবল্শম্ ॥ ২৯ ॥

পরার্ধ্য—অত্যন্ত মূল্যবান; **কেয়ূর**—অলঙ্কার; **মণি-প্রবেক**—অত্যন্ত মূল্যবান রত্নসমূহ; **পর্যস্ত**—বিকিরণ করে; **দোর্দণ্ড**—বাহু; **সহস্র-শাখম্**—শত সহস্র শাখা সমন্বিত; **অব্যক্ত-মূলম্**—আত্মসংস্থিত; **ভুবন**—ব্রহ্মাণ্ড; **অঙ্ঘ্রিপ**—বৃক্ষ; **ইন্দ্রম্**—ভগবান; **অহি-ইন্দ্র**—অনন্তদেব; **ভোগৈঃ**—ফণাসমূহের দ্বারা; **অধিবীত**—পরিবেষ্টিত; **বল্শম্**—স্কন্ধ।

অনুবাদ

চন্দন বৃক্ষ যেমন সুগন্ধ পুষ্প ও শাখাসমূহের দ্বারা সুশোভিত হয়, তেমনই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ মূল্যবান মণিরত্ন ও মুক্তাসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তিনি হচ্ছেন শত সহস্র শাখা সমন্বিত অব্যক্ত মূল বৃক্ষের মতো। তিনি জগতের অন্য সকলের প্রভু। চন্দন বৃক্ষ যেমন বহু সর্পের দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তেমনই ভগবানের শ্রীঅঙ্গও অনন্তদেবের ফণার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

তাৎপর্য

এখানে *অব্যক্তমূলম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত বৃক্ষের মূল কেউ দেখতে পায় না। ভগবান স্বয়ংই হচ্ছেন মূল, কেননা তিনি নিজে ছাড়া তাঁর স্থিতির অন্য আর কোন কারণ নেই। বেদে বলা হয়েছে যে, ভগবান হচ্ছেন *স্বাশ্রয়াশ্রয়* ; অর্থাৎ তিনি নিজেই তাঁর আশ্রয়, এবং তাছাড়া তাঁর আর অন্য কোন আশ্রয় নেই। তাই *অব্যক্ত* শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, অন্য আর কাউকে নয়।

শ্লোক ৩০

চরাচরৌকো ভগবন্মহীধ্র-
মহীন্দ্রবন্ধুং সলিলোপগূঢ়ম্ ।
কিরীটসাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গ-
মাবির্ভবৎকৌস্তুভরত্নগর্ভম্ ॥ ৩০ ॥

চর—জঙ্গম প্রাণী; **অচর**—স্থাবর বৃক্ষ; **ওকঃ**—স্থিতি বা স্থান; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান; **মহীধ্রম্**—পর্বত; **অহি-ইন্দ্র**—সেই অনন্তদেব; **বন্ধুম্**—সখা; **সলিল**—জল; **উপগূঢ়ম্**—নিমজ্জিত; **কিরীট**—মুকুটসমূহ; **সাহস্র**—শত সহস্র; **হিরণ্য**—সোনা; **শৃঙ্গম্**—শিখর; **আবির্ভবৎ**—প্রকট হয়েছে; **কৌস্তুভ**—কৌস্তুভ মণি; **রত্ন-গর্ভম্**—সমুদ্র।

অনুবাদ

বিশাল পর্বতের মতো ভগবান সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবসমূহের নিবাসরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। তিনি সর্পদের বন্ধু কেননা শ্রীঅনন্তদেব তাঁর সখা। পর্বতের যেমন শত সহস্র শিখর আছে, তেমনই ভগবান শত সহস্র মুকুট শোভিত অনন্তনাগের ফণার দ্বারা বিভূষিত ছিলেন, এবং পর্বত যেমন কখনও কখনও মণিরত্নে পূর্ণ থাকে, তেমনই ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহও মূল্যবান রত্নসমূহের দ্বারা পূর্ণরূপে বিভূষিত ছিল। পর্বত যেমন কখনও কখনও সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হয়, তেমনই ভগবানও কখনও কখনও প্রলয় বারিতে নিমজ্জিত হচ্ছিলেন।

শ্লোক ৩১

নিবীতমাম্নায়মধুব্রতশ্রিয়া
স্বকীর্তিময্যা বনমালয়া হরিম্ ।
সূর্যেন্দুবায়্বগ্ন্যগমং ত্রিধামভিঃ
পরিক্রমৎপ্রাধনিকৈর্দুরাসদম্ ॥ ৩১ ॥

নিবীতম্—এইভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে; **আম্নায়**—বৈদিক জ্ঞান; **মধু-ব্রত-শ্রিয়া**—সৌন্দর্যময় মধুর ধ্বনি; **স্ব-কীর্তি-ময্যা**—তাঁর নিজের মহিমার দ্বারা; **বন-মালয়া**—বনফুলের মালা; **হরিম্**—ভগবানকে; **সূর্য**—সূর্য; **ইন্দু**—চন্দ্র; **বায়ু**—পবন; **অগ্নি**—অগ্নি; **অগমম্**—দুর্গম; **ত্রি-ধামভিঃ**—ত্রিলোকের দ্বারা; **পরিক্রমৎ**—পরিক্রমা করে; **প্রাধনিকৈঃ**—যুদ্ধ করার জন্য; **দুরাসদম্**—দুষ্প্রাপ্য।

অনুবাদ

এইভাবে পর্বতসদৃশ ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা স্থির করলেন যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি। তিনি দেখলেন যে, তাঁর বক্ষঃস্থলে বৈদিক জ্ঞানের

গীতিমালা গুঞ্জনকারী বনমালা অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছে। সুদর্শন চক্র তাঁকে এমনভাবে রক্ষা করছে যে, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতিও তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না।

শ্লোক ৩২

তর্হ্যেব তন্নাভিসরঃসরোজ-
মাত্মানমম্ভঃ শ্বসনং বিয়চ্চ ॥
দদর্শ দেবো জগতো বিধাতা
নাতঃ পরং লোকবিসর্গদৃষ্টিঃ ॥ ৩২ ॥

তর্হি—তাই; এব—নিশ্চয়ই; তৎ—তাঁর; নাভি—নাভি; সরঃ—সরোবর; সরোজম্—পদ্মফুল; আত্মানম্—ব্রহ্মা; অম্ভঃ—প্রলয় বারি; শ্বসনম্—শুষ্ককারী পবন; বিয়ৎ—আকাশ; চ—ও; দদর্শ—দেখেছিলেন; দেবঃ—দেবতা; জগতঃ—ব্রহ্মাণ্ডের; বিধাতা—ভাগ্যের সৃষ্টিকারী; ন—না; অতঃ পরম্—অতীত; লোক-বিসর্গ—জগতের সৃষ্টি; দৃষ্টিঃ—দৃষ্টি।

অনুবাদ

ব্রহ্মাণ্ডের ভাগ্যবিধাতা ব্রহ্মা যখন এইভাবে ভগবানকে দর্শন করলেন, তখন তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিও দৃষ্টিপাত করলেন। ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভি সরোবর, পদ্মফুল, প্রলয় বারি, প্রলয় বায়ু ও আকাশ দর্শন করলেন। সব কিছু তখন তাঁর গোচরীভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৩

স কর্মবীজং রজসোপরক্তঃ
প্রজাঃ সিসৃক্ষন্নিয়দেব দৃষ্ট্বা ।
অস্তৌদ্বিসর্গাভিমুখস্তমীড্য-
মব্যক্তবর্ত্মন্যভিবেশিতাত্মা ॥ ৩৩ ॥

সঃ—তিনি (ব্রহ্মা); কর্ম-বীজম্—জাগতিক কার্যকলাপের বীজ; রজসা উপরক্তঃ—রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত; প্রজাঃ—জীবসমূহ; সিসৃক্ষন্—সৃষ্টি করার

ইচ্ছা করে; **ইয়ৎ**—সৃষ্টির এই পাঁচটি কারণ; **এব**—এইভাবে; **দৃষ্টা**—দেখে; **অস্তৌৎ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **বিসর্গ**—ভগবান কৃত সৃষ্টির পরে সৃষ্টি; **অভিমুখঃ**—প্রতি; **তম্**—তা; **ঈড্যম্**—আরাধ্য; **অব্যক্ত**—অপ্রাকৃত; **বর্ত্মনি**—পথে; **অভিবেশিত**—নিবিষ্ট; **আত্মা**—মন।

অনুবাদ

এইভাবে রজোগুণের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হন, এবং তারপর পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট সৃষ্টির পাঁচটি কারণ দর্শন করে তিনি সৃজনোন্মুখ মনোবৃত্তির অভীষ্ট মার্গে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করলেন।

তাৎপর্য

রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, এই জগতে কোন কিছু সৃষ্টি করার জন্য আবশ্যক শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হয়। যে কোন প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভের এইটিই হচ্ছে পন্থা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব' নামক অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।